তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা

শ্রীমদ্ কেশবমিশ্র তাঁর *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে কীভাবে ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে, স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই বিষয়গুলি গোবর্ধনমিশ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশ*, চিন্নংভট্টের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেবের *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে এই গবেষণানিবন্ধটিতে পর্যালোচিত হয়েছে।

১. আত্মা : *তর্কভাষা*কার আত্মত্ব সামান্যের দ্বারা 'আত্মা' নামক প্রমেয় পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এই আত্মা স্বরূপত **শরীরেন্দ্রিয়াদি হতে ব্যতিরিক্ত, প্রতি শরীরে ভিন্ন, নিত্য, বিভু** এবং **মানসপ্রত্যক্ষগম্য**। *তর্কভাষা*কার আত্মার লক্ষণ নিরূপণের পর তার এতাদৃশ স্বরূপগুলি প্রতিপাদন করেছেন। আত্মার এই লক্ষণ-বিচার ও স্বরূপ-নিরূপণ বিষয়ে টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্বগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল –

'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' - আত্মার এই স্বরূপটির দ্বারা ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার উক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদীদের খণ্ডন করেছেন। কেননা, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সকল জাগতিক বিষয় মিথ্যা। আবার চেতন পদার্থ এবং অচৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজসম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তা স্বীকৃত হয়নি। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদী বেদান্তীদের অভিমত খণ্ডন করেছেন। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "ব্রহ্মৈব তাবত্ স্বাবিদ্যযা সংসরতি স্ববিদ্যযা মুচ্যতে অবিদ্যোপহিতং ব্রহ্মৈব জীবরূপং ব্যপদিশ্যতে। ততশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ঘটাকাশমঠাকাশবজ্জীবানাং ঘটাকাশমঠাকাশবৎ পরস্পরং ভেদাভাবাদাত্মৈকত্বং বদতামেকমেবাদ্বিতীযং ব্রহ্মেত্যাদিবচননিচযং প্রমাণীকুর্বতাং বেদান্তিনাং মতমপাকর্তুমাহ- প্রতিশরীরমিতি।"[1] আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, আত্মা যদি একত্ববিশিষ্ট হয়, তাহলে আত্মার সুখাদি এবং বন্ধন বা মুক্তি ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। তাই প্রতি শরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "সর্বশরীরবৃত্ত্যাত্মন একত্বে সুখদুঃখাদিব্যবস্থা বদ্ধমুক্তব্যবস্থা ন স্যাত্। অতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"[2]

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মার বিভুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার অণু ও মধ্যমপরিমাণে দোষ দেখিয়ে, শেষে আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কারণ, আত্মাকে যদি আমরা অণুপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে তার অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ আসবে। কেননা, অণুপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সর্বদা অতীন্দ্রিয় হয়। এরূপ যদি মধ্যম বা দেহপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি কল্পনা-গৌরব দোষ উপস্থিত হবে। আবার মধ্যম বা দেহপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সাবয়বযুক্ত হওয়ায়, আত্মাতে অনিত্যত্বও প্রসক্ত হবে। কাজেই আত্মাকে পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশে* বলা হয়েছে - 'অণুপরিমাণত্বে চাতীন্দ্রিয়ত্বং মধ্যমপরিমাণত্বে পরমাণ্বাদিকল্পনাযাং গৌরবং স্যাদিতি মহাপরিমাণ ইতি ভাবঃ।'[3] এভাবে বিভুত্ব প্রতিপাদনের পর টীকাকার আত্মার ঐ বিভুত্ব ধর্মটিকে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি হতে অতিরিক্তত্বের হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন - "দেহাদিব্যতিরিক্তত্বে হেতুমাহ। **বিভুরিতি**।"[4]

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, *তর্কভাষা*কার আত্মার **বিভুত্ব** প্রতিপাদন করায়, অণু ও মধ্যমপরিমাণবাদী, রামানুজ ও জৈন সম্প্রদায়ের অভিমত খণ্ডিত হয়েছে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "অনুপরিমাণ আত্মেতি রামানুজমতানুসারিণঃ সংগিরন্তে। উপসংহরন্তি চ। 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায কল্পতে॥' ইতি। প্রদীপপ্রভাবৎসংকোচবিকাশবানাত্মা দেহানুরূপপরিমাণ ইতি ক্ষপনকাঃ সমাচক্ষতে তৎপক্ষদ্বযং প্রতিক্ষিপতি - বিভুরিতি।"[5] অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও তাঁর অনুগামীরা আত্মাকে অণুপরিমাণ স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে জৈনাচার্যদের মতে, আত্মাকে প্রদীপের প্রভার মত সংকোচ ও বিকাশবান্ পদার্থরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার এই সম্প্রদায় দুটিকে খণ্ডন করতে, আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

সারমঞ্জরীকারের মতে, যেহেতু যোগজ অদৃষ্টজন্য একই সময়ে প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদে অবস্থানকারী একই আত্মা প্রতিটি শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। তাই একই আত্মার কায়ব্যূহরূপে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাবচ্ছেদে ভোগ সম্পন্ন হওয়ায়, তাকে **বিভু** বলা হয়েছে। এ বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "একস্যানেকশরীরাবচ্ছেদেনৈককালে ভোগস্য কাযব্যূহত্বাদাহ- বিভিত্বতি। তথা চ যোগজাদৃষ্টাত্ জন্যেষু এককালাবস্থাযিশরীরেষু ভিন্ন-ভিন্ন ইত্যর্থঃ...।"[6]

২. শরীর : *তর্কভাষা*কার আত্মার **ভোগের আশ্রয় অন্ত্যাবয়বী**কে শরীর বলেছেন। কারণ, প্রতিটি শরীরাবচ্ছেদে আত্মার ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই **শরীর** হল আত্মার ভোগের আশ্রয়। এর পর গ্রন্থকার ভোগের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, ভোগ হল - **সুখদুঃখের অন্যতর অনুভব**। কিন্তু পরমাত্মাতে উক্ত ভোগাশ্রয়ত্ব প্রসক্ত না হওয়ায়, গ্রন্থকার পরে বৈকল্পিকভাবে **চেষ্টার আশ্রয়কে** শরীর বলেছেন। এই 'শরীর' নামক প্রমেয় পদার্থ ব্যাখ্যানে টীকাত্রয়ে যে, বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তা হল -

*তর্কভাষা*কারোক্ত শরীরের উভয় লক্ষণে 'অন্ত্যাবয়বী' পদটি প্রযুক্ত হবে। কারণ, শরীরের সকল অবয়বসমূহের দ্বারা যেমন সুখাদি অনুভূত হয়, সেরূপ 'চেষ্টা' নামক ক্রিয়াটিও সংঘটিত হয়। তাই 'চেষ্টাশ্রয়' বলতে, 'চেষ্টাশ্রয় যা অন্ত্য অবয়বী' - এরূপ বুঝতে হবে। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার পূর্বোক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "শরীরস্য লক্ষণান্তরমাহ - চেষ্টেতি। অত্রাপি চেষ্টাবদ্বৃত্ত্যন্ত্যাবযবিমাত্রবৃত্তিজাতিমত্ত্বং বিবিক্ষিতম্।"[7] ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত করে বলেছেন - 'লক্ষণদ্বযেঽপি করচরণাদাবতিব্যাপ্তিপরিহারার্থমন্ত্যাবযবীতি পদং প্রক্ষেপ্তব্যম্।'[8] অর্থাৎ হস্ত, পাদ প্রভৃতি অবয়বে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য *তর্কভাষা*কার যে অন্ত্যাবয়বী পদের প্রয়োগ করেছেন, তার ফলে উভয় লক্ষণেরই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার হয়। তবে ***সারমঞ্জরী***কার 'অন্ত্যাবয়বী' শব্দের অর্থ - 'সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যান্তরের অনারম্ভক' [9] বললেও এই পদটির দ্বারা তিনি কোন দোষ পরিহারের কথা বলেননি।

৩. ইন্দ্রিয় : কেশবমিশ্র ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলেছেন। তারপর লক্ষণঘটক পদগুলির প্রয়োজনিয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাল প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **জ্ঞানকরণ** পদ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীরসংযুক্ত** পদ এবং আলোক প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **অতীন্দ্রিয়** পদটি লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে।

তর্কভাষাপ্রকাশে প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে বলা হয়েছে যে, 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিযম্' ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি কালাদিতে অতিব্যাপ্ত হয়। কেননা, কাল প্রভৃতি পদার্থেও ব্যাপারবৎ জ্ঞানকারণত্ব বিদ্যমান। আবার, সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **সংযুক্ত** পদই যথোপযুক্ত। কারণ, সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ দ্রব্যস্বরূপ

নয়। অতএব সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীর** পদের প্রয়োজন নেই। বস্তুত এরূপ কথন যুক্তিসংগত নয়। কাল কার্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ হলেও ব্যাপারবৎ কারণ না নয়।

এরূপ সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য **শরীর** এবং **সংযুক্ত** উভয় পদেরই প্রয়োজন আছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় শরীরের সংঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় হয় - "শরীরসংযুক্তমিতি। নন্বিদং কালাদাবতিব্যাপকং তস্যাপি ব্যাপারবত্তেন জ্ঞানকরণত্বাত্। সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায় চ সংযুক্তপদমেবোচিতং ন তু শরীরপদমপীতি চেন্ন। স্মৃত্যজনকজ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বস্য তত্ত্বাত্।"[10]

এরূপ **জ্ঞানকরণম্** পদটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*টীকায় বলা হয়েছে যে, যদি করণমাত্রই ইন্দ্রিয় হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি বৃক্ষছেদনাদি ক্রিয়ার করণ কুঠারাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে। সেজন্য শুধুমাত্র **করণ** না বলে **জ্ঞানকরণ** বলা হয়েছে। আবার 'জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ম্' - এরূপ বললে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ন্যায় অনুমিতির করণ ধূমাদিতেও ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়। সেজন্য বলেছেন **শরীরসংযুক্তম্**। *তর্কভাষাপ্রকাশিকাশে* এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "করণমিন্দ্রিয়মিত্যুক্তে ছিদিক্রিয়াসাধনে কুঠারাদাবতিব্যাপ্তিঃ। তদর্থমুক্তম্ - **জ্ঞানেতি**। তাবত্যুক্তেঽনুমিতিকরণে ধূমাদাবতিব্যাপ্তি-স্তন্নিবৃত্ত্যর্থং **শরীরসংযুক্তমিতি**।"[11]

তবে *সারমঞ্জরী*তে পূর্বোক্ত **শরীর** এবং **সংযুক্ত** পদের পৃথক প্রযোজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **সংযুক্ত** পদ এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ দোষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য **শরীর** পদের প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে - "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায - সংযুক্তপদম্। চক্ষুরাদিনিষ্ঠদোষেঽতিব্যাপ্তিবারণায - শরীরপদম্।"[12] এখানে চক্ষুরাদি নিষ্ঠ দোষ বলতে, অন্ধত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি দোষের কথা বলা হয়েছে।

কোন কোন সংখ্যাচার্যের মতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায়, চক্ষুরাদি অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন নেই। যেহেতু ত্বগিন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র থাকে, তাই চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপের প্রত্যক্ষ করে। অত এব চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের মতে, সাংখ্যাচার্যদের উক্ত মতের নিরসন করতে গ্রন্থকার **'তানি চ ইন্দ্রিয়াণি'** ইত্যাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিভাগ নির্দেশ করেছেন।[13]

৪. অর্থ : কেশবমিশ্র **অর্থ** নামক চতুর্থ প্রমেয়ের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে ষট্-পদার্থাঃ... ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থের সন্নিবেশ করেছেন। এই ছয়টি ভাবপদার্থের বর্ণার পর গ্রন্থকার অভাব পদার্থেরও বর্ণনা করেছেন। *সারমঞ্জরী*তে এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে - "অর্থাঃ ভাবাঃ। ষডিতি কথনাদভাবঃ সপ্তমঃ সূচিতঃ। তথা চ পদার্থো দ্বিবিধঃ ভাবাভাবভেদাদিত্যার্থিকো বিভাগ ইতি বিভাগ ইতি সূচিতঃ। নিঃশ্রেযসরূপাভাবস্য পার্থক্যেন নিরূপযিষ্যমানত্বাৎ নেদানীং তস্য বিভাগঃ কৃতঃ।"[14] এই ভাবে টীকাত্রয়ে বিচারপূর্বক দ্রব্যাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫. বুদ্ধি : কেশবমিশ্র বুদ্ধি নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন- বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা যা অভিহিত হয়, তাই বুদ্ধি। আবার তারপর বৈকল্পিকরূপে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন।

সাংখ্যশাস্ত্রে বুদ্ধাদি শব্দগুলি ভিন্ন অর্থে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের তা স্বীকৃত হয়নি। অত এব পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা এখানে বুদ্ধির স্বরূপ কথিত হওয়ায়, এখানে সাংখ্যমতও খণ্ডিত হয়েছে।

বুদ্ধি নামক প্রমেয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তেও প্রথমে পূর্বোক্ত সাংখ্যমত নিরসণের কথা বলা হয়েছে - 'বুদ্ধ্যাদিশব্দানামর্থভেদপ্রতিপাদনপরং সাংখ্যমতং প্রত্যাখ্যাতুং পর্যাযশব্দানাখ্যাতুং বুদ্ধ্যত উপলভতে জানাতি প্রত্যেতীতি সমানার্থতযা প্রযোগদর্শনাৎ প্রদর্শিতা প্রক্রিয়া পরিভাষামাত্রমিত্যলম্।'[15]

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল - ন্যায়মতে, জ্ঞান গৃহীত হয় - অনুব্যবসায়ের দ্বারা। আর এই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত হয় প্রবৃত্তিসাফল্যমূলক অনুমানের দ্বারা। কিন্তু ভাট্টমতে, জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য উভয় গৃহীত হয় অর্থাপত্তি নামক প্রমাণের দ্বারা। তাঁরা জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপণ - উভয় ক্ষেত্রে 'জ্ঞাততা' নামক ধর্ম স্বীকার করেন। আবার প্রভাকর মতে, জ্ঞান হল স্বপ্রকাশ। এই জ্ঞান নিজেকে, ঘটাদি বিষয়কে এবং নিজের আশ্রয় আত্মাকে একই ক্ষণে প্রকাশ করে। এই বিষয়টিকে ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষ বলা হয়।

কিন্তু ন্যায়মতে, জ্ঞান হল অর্থের প্রকাশক। তাই *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের মতে, কেশবমিশ্র 'অর্থপ্রকাশ বা বুদ্ধিঃ' ইত্যাদি বুদ্ধির যে বৈকল্পিক লক্ষণ করেছেন, এর দ্বারা পূর্বোক্ত

মীমাংসক মতগুলি খণ্ডিত হয়েছে - "জ্ঞানস্য স্বজন্যজ্ঞাততাদিপদবেদনীযপ্রকাশানুমেযত্বং মন্যন্তে মীমাংসকাঃ। তন্মতমপাকর্তুমাহ- অর্থপ্রকাশ ইতি।"[16]

তবে *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাতে বুদ্ধি নামক প্রমেয়পদার্থটির লক্ষণ বিচার এবং সাংখ্য বা মীমাংসকমতের খণ্ডন করা হয়নি। গুণপদার্থের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার যে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন, সেই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় - "অর্থেতি। বুদ্ধিত্বং লক্ষণমিত্যর্থঃ।"[17]

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "বুদ্ধিং নিরূপযতি। বুদ্ধিত্বং জ্ঞানত্বং পর্যাযরূপং জাতিবিশেষরূপং তদ্বত্বং লক্ষণম্।"[18] অর্থাৎ বুদ্ধিত্ব এবং জ্ঞানত্ব যেহেতু পর্যায়বাচক, সেজন্য বুদ্ধির লক্ষণও সেই অনুসারে নিরূপিত হয়েছে। অত এব এই টীকাটিতেও কোন প্রকার পূর্বপক্ষ খণ্ডনের কথা বলা হয়নি।

তারপর *তর্কভাষা*কার সাকারজ্ঞানবাদ নিরসন করেছেন। টীকাত্রয়ে সেই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬. মন : *তর্কভাষা* গ্রন্থে মন নামক প্রমেয়পদার্থটির তিন প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা, - প্রথমত - ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে, দ্বিতীয়ত - নবম দ্রব্যরূপে এবং তৃতীয়ত - মহর্ষি গৌতম স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয়রূপে। পূর্বে ইন্দ্রিয় দ্রব্যপদার্থরূপে মন ব্যাখ্যাত হওয়ায়, *তর্কভাষাপ্রকাশ* এবং *সারমঞ্জরীতে* এই স্থলে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে সেই বিষয়টি একটু পরিস্কার করে বলা হয়েছে - "ক্রমপ্রাপ্তং মনো নিরূপযতি - **অন্তরিতি**। কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য প্রাগেব নিরূপিতমিত্যাহ-**তচ্চেতি**। তন্মনঃ প্রমাণবত্তযা দ্রব্যনিরূপণবেলাযামুক্তমিত্যর্থঃ।"[19] অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন নামক পদার্থটি বিচারপূর্বক নিরূপিত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে মনের অণুত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আর সেজন্যই এই স্থলে তা অনুক্ত হয়েছে।

৭. প্রবৃত্তি : *তর্কভাষা*কার এই প্রবৃত্তি নামক প্রমেয়পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তিকে ধর্ম এবং অধর্মমী যাগাদি ক্রিয়া বলেছেন। তাঁর মতে, এই প্রবৃত্তির দ্বারা জগতের সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়।

এই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশে* - "ক্রিয়াপদমারম্ভপদস্য সূত্রস্থস্য পর্যাযঃ। তথা চ প্রবৃত্তিস্ত্রিবিধা। বাক্-ক্রিযা বুদ্ধিক্রিযা শরীরক্রিযা চেত্যর্থঃ। বচনোৎপাদনদ্বারাদৃষ্টহেতুরনিত্যযত্নো বাগারম্ভঃ। আত্মধর্মোৎপাদনদ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নো

বুদ্ধ্যারম্ভঃ। বুদ্ধিশ্চাত্র মনঃ। ভোগাবচ্ছেদকক্রিয়া দ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নঃ শরীরারম্ভ ইতি ভাবঃ। ননু প্রবৃত্তের্ধর্মাধর্মহেতুত্বে জগদ্ধেতুত্বং স্যাদিত্যত্রেষ্টাপত্তিমাহ। **তস্যা** ইতি।" অর্থাৎ ন্যায়সূত্রকারকে অনুসরণ করে, এখানে প্রবৃত্তির তিন প্রকার বিভাগের কথা বলা হয়েছে।

তবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকায় সেই প্রবৃত্তিকে আয়ুর্ঘিতাদিবৎ সাধ্যবাচক সাধন বলা হয়েছে - "ননু প্রবৃত্তিশব্দেন কথং ধর্মাধর্মাবুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তত্রোপপত্তিমাহ - প্রবৃত্তিরিতি। আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদিবৎসাধ্যবাচিনা সাধনং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।"[20] অর্থাৎ ঘৃত যেমন আয়ুবর্ধনের সাধন, সেরূপ প্রবৃত্তিরও ধর্ম ও অধর্ম উৎপাদনের সাধন। কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা কীভাবে ধর্মাধর্ম বুঝব, তাই গ্রন্থকার প্রবৃত্তিকে ধর্মাধর্মময়ী নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এখানে প্রবৃত্তির কোন প্রকার বিভাগ নিরূপিত না হলেও তার সামান্যলক্ষণ কথিত হয়েছে।

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও প্রথমে, ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতিকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তি যদি কেবল ধর্ম বা অধর্মমূলকই হয়, তাহলে ভোজনাদি প্রবৃত্তিতে সেই লক্ষণটি অব্যাপ্ত হবে। তাই পরে সেই লক্ষণটিকে পরিষ্কার করে বলেছেন - প্রকারতাবতী জন্য কৃতিকে প্রবৃত্তি - "ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। সা যাগাদিবিষয়িণীতি কশ্চিত্ তন্ন। ভোজনাদিপ্রবৃত্তাবব্যাপ্তেঃ। বস্তুতঃ প্রকারতাবতী জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। জীবনযোনিযত্নবারণায - প্রকারতেতি। ঈশ্বরকৃতিবারণায - জন্যেতি।"[21]

*সারমঞ্জরী*কার দৈনন্দিন জীবনে সংসারে যে সকল প্রবৃত্তিগুলি দৃষ্ট হয়, সেগুলির কথা বলেছেন - "সা যাগাদিবিষয়িণী ধর্মজনিকা, চৌর্যাদিবিষয়িণী অধর্মজনিকা। ভোজনাদিবিষয়িণী সুখজনিকা। নিষ্ফলবিষয়িণী দুঃখজনিকেতি দ্রষ্টব্যম্। সা ইচ্ছাজন্যা।"[22]

৮. দোষ : *তর্কভাষা*কার দোষ নামক প্রময়ে পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে রাগ দ্বেষ এবং মোহ ভেদে ত্রিবিধ দোষের কথা বলেছেন। এই দোষত্রয়ের মধ্যে রাগ হল অনুরাগ বা ইচ্ছা স্বরূপ, দ্বেষ হল মন্যু বা ক্রোধস্বরূপ এবং মোহ হল বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ।

এই 'দোষ' নামক প্রমেয়পদার্থটির স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নির্বাচিত তিনটি টীকাতেই টীকাকারগণ নিজ নিজ শৈলী অনুসারে এর লক্ষণ প্রদান করেছেন। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশে* বলা হয়েছে যে, যার মধ্যে প্রবৃত্তির জনকত্ব বিদ্যমান, প্রত্যক্ষগম্য এবং যা আত্মার বিশেষগুণ, তাই প্রবৃত্তি। সেখানে বলা হয়েছে - "প্রবৃত্তিজনকপ্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণত্বং সামান্যলক্ষণং হৃদি নিধায দোষান্বিভজতে। **দোষা ইতি**।"[23] এরূপ *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে যে, যা

আত্মাকে দূষিত করে, তাই দোষ - 'আত্মানং দূষযন্তীতি দোষা ইত্যর্থং হৃদি নিধাযাহ - দোষা ইতি।'[24] আবার সারমঞ্জরীতে বলা হয়েছে যে, দোষ পদের দ্বারাই দোষের সামান্যলক্ষণ উক্ত হয়। অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা দোষ সূচিত হয় - "সামান্যলক্ষণং দোষপদবাচ্যত্বম্। রাগদ্বেষমোহান্যতমত্বং বা।"[25]

তারপর রাগাদি দোষত্রয়ের বিশেষ লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশে* অদৃষ্ট এবং প্রযত্নের জনক ইচ্ছাকে রাগ বলা হয়েছে। এরূপ *সারমঞ্জরী*তে উৎকট ইচ্ছাকে রাগ বলা হয়েছে। কিন্তু *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে দোষপদার্থের সামান্যলক্ষণ নিরূপিত হলেও উক্ত দোষের রাগাদি ভেদবিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এই বিষয়ে তাঁর এরূপ নিরবতার কারণ হতে পারে, *তর্কভাষা*কার যেহেতু উক্ত বিষয়গুলি অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেজন্য তিনি আর সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোকপাত করেননি।

৯. প্রেত্যভাব : মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় জন্মগ্রহণের বিষয়কে প্রেত্যভাব বলা হয়। এই বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাতে বলা হয়েছে - "আত্মনঃ শরীরাদিদোষপর্যন্তেন বিশ্লেষপূর্বকঃ সম্বন্ধঃ প্রেত্যভাব ইত্যর্থঃ।"[26] অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থের মধ্যে শরীর হতে দোষ পর্যন্ত পদার্থের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদপূর্বক যে সংযোগ, সেটিই প্রেত্যভাব।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে বলা হয়েছে -"মৃত্বোৎপত্তিঃ প্রেত্যভাব ইত্যাহ - **পুনরিতি**। ননু নিত্যস্যাত্মনঃ কথময়ং ঘটতে তত্রাহ - **স চেতি**।"[27] অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় উৎপত্তিকে যেহেতু প্রেত্যভাব বলা হয়, গ্রন্থকার 'পুনঃ' পদটি গ্রহণের দ্বারা সেই বিষয়টি বুঝিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল- নিত্যত্ববিশিষ্ট আত্মার প্রেত্যভাব কীভাবে সম্পন্ন হবে? এরূপ সংশয়ের নিরিখে বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকার 'স চাত্মনঃ পূর্বদেহ...' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই বিষয়ে সংশয়ের নিরসণ করেছেন।

এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও বলা হয়েছে যে, আত্মা নিত্য হওয়ায়, এখানে 'উৎপত্তি' বলতে, শরীরান্তরের 'উৎপত্তি' বুঝতে হবে। যদিও বাল্যশরীর ক্রমশ যৌবন, স্থবির প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শরীরের গঠনগত বৈশিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে বাল্যশরীরের নাশ হয় এবং যৌবনশরীরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেক্ষেত্র শরীরে অবস্থান্তরের উৎপত্তি বা বিনাশ হলেও সেই শরীরনিষ্ঠ বিষ্ণুমিত্রত্বাদি জাতি নিত্য। অর্থাৎ সেই জাতির কখনও উৎপত্তি বা ধ্বংস হয় না। তবে সেই বিষ্ণুমিত্রত্বাবচ্ছিন্ন শরীরের নাশে চৈত্রশরীরের উৎপত্ত হয়।[28]

এখানে জ্ঞাতব্য যে, টীকাত্রয়ের মধ্যে তর্কভাষাপ্রকাশে প্রেত্যভাবের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে প্রেত্যভাবের স্বরূপ বিষয়ক প্রতিটি পদ যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হলেও এখানে প্রেত্যভাবের কোন লক্ষণ উক্ত হয়নি। এরূপ *সারমঞ্জরী*তেও টীকাকার প্রেত্যভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারোক্ত বিষয়ের উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেও প্রেত্যভাবের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপণ করেননি।

১০. ফল : জীব তাঁর কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকারই ভোগ পদের বাচ্য। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন -"ফলং পুনর্ভোগঃ, সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ।"[29] প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই ফলকে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশকারের মতে, গ্রন্থকার 'ফল' বলতে যে, ভোগের কথা বলেছেন, সেই ভোগ মিথ্যাজ্ঞান প্রযুক্ত ব্যক্তিরেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির তা হয় না।

তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার ফল পদার্থের ব্যাখ্যা বিশেষ কিছু বলেননি। তবে জীবের জন্মরূপ উৎপত্তি মানেই দুঃখ। আর এই দুঃখ ভোগের নিমিত্তই তার জন্ম হয়। অত এব ফল ও দুঃখ সম্পৃক্ত। আর সেই কারণে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ শরীর হতে দুঃখ পর্যন্ত বিষয়কে ফল নামে অভিহিত করেছেন। সেরূপ অভিপ্রায়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার - 'ফলদুঃখয়োঃ স্বরূপমাহ - ফলমিত্যাদিনা।'

তবে এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*কার আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "যদ্যপি সুখদুঃখাভাবযোরেব ফলত্বম্। তদর্থা হি বিধিনিষেধপ্রবৃত্তিঃ। তথাপি তযোঃ অজ্ঞাতযোঃ অপুরুষার্থত্বাত্ সাক্ষাৎকারোঽপি ফলম্। বেদাদিনা তৎসাধনকার্যাদেঃ অনববোধনেঽপীষ্টত্বম্।"[30] এখানে অজ্ঞাত শব্দের অর্থ হল অপূর্ব। অর্থাৎ টীকাকার যজ্ঞীয় অপূর্বের কথা বলেছেন। যদিও সুখ বা দুঃখ ভাববিশিষ্ট পদার্থেরই ফলত্ব সিদ্ধ হয় এবং তার বিষয় হল - বিধি, নিষেধ ও প্রবৃত্তি ; তথাপি অপুরুষার্থ হেতু বিধি নিষেধাদির ফলে উৎপন্ন অপূর্বের সাক্ষাৎকারই 'ফল' নামে অভিহিত হয়। এর দ্বারা বেদাদি ও তার সাধন যজ্ঞের ফলে উৎপন্ন অপূর্বও ফল পদবাচ্য। টীকাত্রয়ে এভাবে ফল নামক প্রমেয়পদার্থটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

১১. দুঃখ : *তর্কভাষা*কার দুঃখ নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে দুঃখকে পীড়া বলে তার একুশ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন।

*তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে ফল এবং দুঃখ নামক প্রমেয়পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিস্তৃত কিছু বলেননি। তবে গুণপদার্থের নিরূপণাবসরে দুঃখের লক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে - 'দুঃখত্বং নাম প্রধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরহিতসমবেতত্বরহিতসুখদ্বেষব্যতিরিক্তপ্রত্যক্ষাত্মগুণসমবেতগুণত্বসাক্ষাত্ত্ব্যাপ্য -জাতিঃ।'[31] অর্থাৎ প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিত্বরহিত, সমবেতত্বরহিত, সুখ ও দ্বেষ ভিন্ন আত্মগুণত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট পদার্থই হল দুঃখ।

তর্কভাষাপ্রকাশিকা টীকাটিতে দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপণ করে, দুঃখের সেই গৌণ ও মুখ্য ভেদের কথা বলা হয়েছে - "পীড়েতি। দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। সংপ্রদায়স্ত্বাত্মাপবর্গান্যত্বে সতি দুঃখসংবন্ধিপ্রমেয়ত্বমেব দুঃখত্বম্। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকং দুঃখত্বমত্র হেযত্বম্। লক্ষণে চ মুখ্যদুঃখস্য প্রবেশ ইতি নাত্মাশ্রযঃ।"[32] অর্থাৎ এখানে দুঃখত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থকে দুঃখ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

একই ভাবে *সারমঞ্জরী* টীকাতেও দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপণ করে, সেই জাতির প্রামাণ্য নিরূপিত - "দুঃখেতি পীড়াপদবাচ্যং দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। দুঃখত্বং জাতিঃ প্রত্যক্ষত্বাদধর্মকার্যতাবচ্ছেদকত্বাচ্চ সিদ্ধম্।"[33] অর্থাৎ দুঃখ হল পীড়া পদবাচ্য।

অত এব এখানে জ্ঞাতব্য যে, টীকাত্রয়ে দুঃখত্ব জাতির দ্বারা দুঃখের লক্ষণ নিরূপিত হলেও কেবলমাত্র *সারমঞ্জরী* টীকাতে সেই জাতি প্রামাণ্য নিরূপিত হয়ে। এরূপ *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকাটিতে উক্ত দুঃখের গৌণ ও মুখ্য ভেদের কথা বলা হয়েছে।

১২. অপবর্গ : কেশবমিশ্র মোক্ষকে অপবর্গ বলে, একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গ লাভের কথা বলেছেন। *তর্কভাষা*কার, ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষুকে যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশ এবং *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকাদুটিতে গ্রন্থকারোক্ত প্রতিটি পদের যথাযথ ব্যাখ্যা করা হলেও, অপবর্গের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়নি।

উক্ত মোক্ষের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে ***সারমঞ্জরীতে*** বলা হয়েছে - "মোক্ষং লক্ষযতি - মোক্ষ ইতি। স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংসঃ।"[34] এখানে **স্ব**-পদের দ্বারা দুঃখকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই হল মোক্ষ। কিন্তু **ধ্বংসাভাব** মাত্রই মুক্তি নয়, কেননা, তাহলে ঘটাদির ধ্বংসকেও মোক্ষ বলতে

হবে। তাই **দুঃখধ্বংস** পদটির গ্রহণ হয়েছে। এরূপ সংসারকালীন দুঃখধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সেই দুঃখধ্বংসের বিশেষণরূপে **অসমানকালীনত্ব** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, সংসারদশায় প্রতিনিয়ত দুঃখের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। পূর্বোক্ত একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে, যে সময় একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময় অন্য একটি দুঃখের উৎপত্তি হয়। অত এব সংসারকালীন দুঃখধ্বংস দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত অন্য দুঃখের সমকালীন। কিন্তু সেই দুঃখধ্বংসই মোক্ষ, যে দুঃখধ্বংসে সেই অধিকরণে আর অন্য কোন দুঃখের উৎপত্তি হবে না। অর্থাৎ যে দুঃখধ্বংস অন্য দুঃখের অসমানকালীন।

আবার যদি কেবলমাত্র **অসমানকালীনদুঃখধ্বংস**কে মোক্ষ বলা হয়, তাহলে মহাপ্রলয়ে জীবের সকল প্রকার দুঃখের ধ্বংস হওয়ায়, আর ঐ দুঃখ অন্য কোন দুঃখের সমকালীন না হওয়ায়, তাতে মোক্ষের এরূপ লক্ষণটি প্রসক্ত হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্বে দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখের সমকালীন। অতএব এক্ষেত্রে লক্ষণটি মোক্ষে প্রসক্ত হয় না। তাই লক্ষণে **স্বসমানাধিকরণ** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং অসমকালীন দুঃখধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হবে । সুতরাং দেবদত্তাদি দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি দুঃখের সমকালীন হলেও সমান অধিকরণ না হওয়ায় পূর্বোক্ত **স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংস** - এরূপ মোক্ষের লক্ষণটি সকল প্রকার দোষশূন্য বলা যায়। এভাবে টীকাত্রয়ে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি তুলনামূলকভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

******

[1] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ১৯৯

[2] সা. ম., পৃ. ৭৬

[3] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৫

[4] তদেব, পৃ. ৬৩

[5] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০০

[6] সা. ম., পৃ. ৭৬

[7] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৬

[8] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৪

[9] 'সমবায়েন দ্রব্যশূন্যম্।' সা. ম., পৃ. ৭৯

[10] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৭

[11] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

[12] সা. ম., পৃ. ৮০

[13] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

[14] সা. ম., পৃ. ৮৬

[15] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫১

[16] তত্রৈব

[17]ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৮৫

[18] সা. ম., পৃ. ১১৩

[19] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[20] তত্রৈব

[21] সা. ম., পৃ. ১১৪

[22] তত্রৈব

[23] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৯০

[24] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[25] সা. ম., পৃ. ১১৪

[26] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ-৯০

[27] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

[28] সা. ম.,পৃ. ১১৪

[29] ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩২৯

[30] সা. ম., পৃ. ১১৪

[31] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৪

[32] ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ, ৯১

[33] সা. ম. পৃ. ১১৪

[34] তদেব, পৃ. ১১৫